সুসম্পর্ক। উৎপাদন। সমৃদ্ধি। শান্তি

ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৫৫/বি, পুরানা পল্টন [৩য় তলা], ঢাকা-১০০০
islamisromicandolan@gmail.com
ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ

ভূমিকা

সকল প্রসংশার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন। যিনি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানুষ শ্রমের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং শ্রমিকের মর্যাদা দিতে পারে। দুরূদ ও সালাম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর, যিনি শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত রিজিককে সর্বোত্তম রিজিক বলেছেন। পৃথিবীকে আবাদ করে বসবাস উপযোগী গড়ে তোলা মানুষের শ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। বিশ্বকে আলোকিত করণে এবং মানবসভ্যতা বিনির্মাণে শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। অতএব শ্রমিকের অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নই মানব সভ্যতার উন্নয়নের ভিত্তি হওয়া উচিত।

ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ গঠনের প্রেক্ষাপট

এ দেশে বসবাসরত মানুষের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ মানুষই শ্রমজীবী। শ্রমজীবী মানুষ তাদের মানবিক মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবীতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে। এহেন আন্দোলনের সুযোগে অনেকে শ্রমিকের দরদী সেজে তাদেরকে প্রতারিত করে নিজেদের আখের গুছাচ্ছে। তথা কথিত শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের অশুভ তৎপরতার কারণে অনেক মিল কারখানা বন্ধ হচ্ছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। শ্রমিকের এ দুঃসহ অবস্থার সুযোগে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী কৃত্রিম শ্রমিক দরদী নেতার জন্ম হয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করে, স্বার্থ হাছিলের পর তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে। ফলে শ্রমিকরা বছরের পর বছর আন্দোলন করার পরও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এ ধরণের কৃত্রিম শ্রমিকদরদীদের খপ্পর থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করে তাদের যথার্থ মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম রহ. এর বিশেষ দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ। মরহুম পীর সাহেব হুজুর রহ. দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত সুমহান আদর্শ ইসলামের মধ্যেই নিহীত রয়েছে শ্রমজীবীসহ সকল মানুষের মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার, চূড়ান্ত সাফল্য, প্রকৃত শান্তি ও সার্বিক কল্যাণ।

ইসলামী শ্রমনীতি

ইসলামী শ্রমনীতি হলো মালিক ও শ্রমিকের স্বতঃফূর্ত সম্মতিতে সম্পাদিত একটি চুক্তি, যাতে উভয়ের বৈধ ও নৈতিক অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব উল্লেখ থাকবে। এতে এক পক্ষের অধিকার অপর পক্ষের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং কোন পক্ষের অধিকার ক্ষুন্ন হলে বুঝতে হবে অপর পক্ষ দায়িত্ব

পালনে ত্রুটি করেছে। অতএব দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করা ক্ষতিপূরণ যোগ্য অপরাধ। যা আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য। ইসলামী শ্রমনীতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমনীতি হিসাবে পরিগণিত। ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক দিক দুইটি ১) শ্রমিকের অধিকার, যা মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২) মালিকের অধিকার যা শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। উভয় দিকের বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ-

শ্রমিকের অধিকার

যে অধিকারগুলো বাস্তবায়ন হলে শ্রমিকের জীবনে ফিরে আসবে অনাবিল সুখ ও শান্তি, ফিরে পাবে তাদের মানবিক মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ। অধিকারগুলো নিম্নরূপ ১. ন্যায্য মুজুরী লাভের অধিকার। ২. কাজের ধরণ ও সময় নির্ধারণ করার অধিকার। ৩. অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে গমনের অধিকার। ৪. মুজুরীর সাথে ক্ষেত্র বিশেষে লভ্যাংশ পাবার অধিকার। ৫. স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার। ৬. শিক্ষার সুযোগ লাভের অধিকার। ৭. বাসস্থান লাভের অধিকার। ৮. অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার। ৯. চাকুরীকালীন নিরাপত্তা লাভের অধিকার। ১০. দাবী দাওয়া পেশের জন্য সংগঠন করার অধিকার। ১১. বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার। ১২. যথার্থ মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভের অধিকার।

মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১) শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার মুজুরী পরিশোধ করতে হবে।

২) কাজ শুরু করার আগেই কাজের ধরণ, কাজের সময় ও মুজুরী নির্ধারণ করতে হবে। শ্রমিকের বেতন শুধু তাদের জীবন রক্ষার জন্য যথেষ্ট হলেই হবে না। তাদের মৌলিক চাহিদা যথাক্রমে : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে নূন্যতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

৩) শিল্পোদ্যোক্তা বা মালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। শ্রমিকের সাথে অসদাচরণ করা যাবে না।

৪) শ্রমিকের প্রতি অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না। অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দিলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মুজুরী দিতে হবে। তাদের সাধ্যমত দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। এমন কোনো কাজ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না, যাতে সে ক্লান্ত, পীড়িত এবং অক্ষম হয়ে পড়ে। তাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে।

মালিকের অধিকার

১) সময়মত ও মানসম্মত পন্য বা সেবা পাওয়ার অধিকার।

২) নির্ধারিত সময়ে শ্রমিকের উপস্থিত হওয়া।

৩) মালিকের প্রদত্ত মালের হেফাজত করা।

৪) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য আমানত রাখা।

৫) মালিকের বৈধ নির্দেশের আনুগত্য করা।

৬) কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকা।

৭) নিয়োগ চুক্তির শর্ত বজায় রাখা।

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বা পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান দেয়। ইসলাম যেমন শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়, তেমনই তাকে দায়িত্বশীল, কর্মঠ ও আমানতদার হওয়ারও তাগিদ দেয়। ইসলাম যেমন মালিকদেরকে অনেক প্রকার দায়িত্ব ও বিধি-নিষেধের অধীন রেখেছে, তেমনই শ্রমিকদের ওপরও একান্ত আবশ্যক বেশকিছু দিকনির্দেশনা আরোপ করেছে। যেমন-

১) শ্রমিকগণ মালিকের কাজের দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নিয়ে নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। একজন আদর্শবান সৎকর্মী কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে, নিজের বিবেকের কাছে এবং মালিকের কাছে জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

২) শ্রমিকগণ হবেন কার্যক্ষম এবং শক্তিশালী। সর্বোপরি তাকে বিশ্বাসী, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন যে, সর্বোত্তম শ্রমিক সেই, যে শক্তিশালী ও আমানতদার। রাসূল সা. বলেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই।

৩) শ্রমিকের উপর যে কাজের ভার অর্পিত হবে, সে কাজের ব্যাপারে তার জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা উচিত। বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সকল কাজ করা একান্ত কর্তব্য।

৪) কাজে কোনো গাফলতি করতে পারবে না। মনোযোগ সহকারে নিজের কাজ মনে করেই মালিকের কাজ করতে হবে। কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবেই করতে হবে।

৫) সৎকর্মশীল একজন শ্রমিক যে আল্লাহ'র হক ও মালিকের হক আদায় করে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। রাসূল সা. বলেন, তিন প্রকারের লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে তাদের মধ্যে একজন সে, যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হকও আদায় করে। এ ধরণের শ্রমিক সত্তর বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

উদ্দেশ্য

অধিকার বঞ্চিত মজলুম 'শ্রমজীবী' মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন।

লক্ষ্য

ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

কর্মসূচি

১) দাওয়াত : ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি-সন্ত্রাসমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। শ্লোগান- 'সৃষ্টি যার-বিধান তাঁর।'

২) সংগঠন : ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণকারী শ্রমজীবী ব্যক্তিকে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কাফেলায় সংঘবদ্ধ করা। শ্লোগান- 'নেক হও - এক হও।'

৩) প্রশিক্ষণ : সংঘবদ্ধ শ্রমিকদেরকে আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, সাংগঠনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। শ্লোগান- 'নিজে করি - অপরকে গড়ি।'

৪) গণ-আন্দোলন : শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের দাবি আদায়ে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন এবং একটি সুখি-সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গণআন্দোলনে সহযোগিতা করা। শ্লোগান- 'জালেমকে বাধা দাও- মাজলুমকে সাহায্য কর। আল্লাহর বিধান কায়েম কর।'

সাংগঠনিক কাঠামো সমূহ

১) কেন্দ্রীয় সংগঠন।
২) জেলা/মহানগর শাখা।
৩) থানা/উপজেলা/জেলা সদর পৌরসভা।
৪) ইউনিয়ন/থানা সদর পৌরসভা/সিটি ওয়ার্ড শাখা।
৫) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শাখা।

সাংগঠনিক স্তর

ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনশক্তির ৩টি স্তর থাকবে। ১. সদস্য ২. কর্মী ৩. মুবাল্লিগ। ইলম, আমল, দা'ওয়াত, ত্যাগ ও কোরবানির ওপর ভিত্তি করে এসব স্তরসমূহ নির্ধারিত হবে।

মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১. ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ একটি শ্রমিক-জনবান্ধব সংগঠন।

২. মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ নয়; মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন-উৎপাদন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৩. শ্রমিকের অধিকার আদায়ের নামে নিছক দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার নয়; বরং শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৪. ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৫. প্রচলিত গতানুগতিক কোন শ্রমিক সংগঠন নয়, বরং শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবিক দায়িত্ব পালনের একটি প্লাটফর্ম।

যোগদানের নিয়ম

১. যদি কোন 'শ্রমজীবী' অথবা শ্রমিকবান্ধব ব্যক্তি ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন ও দাবি আদায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে তিনি সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

২. শ্রমজীবী ব্যক্তি : এ নীতিমালায় আলোচিত সকল ক্ষেত্রে 'শ্রমিক' বা 'শ্রমজীবী' বলতে বুঝাবে: 'যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন ও সেবা'র কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত'।

ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক শ্লোগান

১. সুখ - সমৃদ্ধি - উন্নয়ন, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন । ২. মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই, সবাই সবার উন্নয়ন চাই। ৩. মালিক-শ্রমিক ঐক্য কর, উৎপাদন বৃদ্ধি কর। ৪. ইসলামী শ্রমনীতি, সৌভাগ্যের পরশমনি। ৫. উন্নয়নের মূলনীতি, ইসলামী শ্রমনীতি । ৬. লে-আউট-ধর্মঘট, বন্ধকর বন্ধকর। ৭. শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, দিতে হবে দিয়ে দাও। ৮. সকল শ্রমিকের রেশনিং, চালু কর করতে হবে। ৯. কথায় কথায় শ্রমিক ছাটাই, বন্ধ কর করতে হবে। ১০. শ্রমিকের অধিকার, দিতে হবে দিয়ে দাও।